বিকেবি বুলেটিন

সেপ্টেম্বর ২০২৫ প্রান্তিক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

সম্পাদকীয়

'কৃষিই সমৃদ্ধি'। কৃষি প্রধান এই দেশে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই খাদ্য ঘাটতি হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষিঋণ বিতরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট কৃষিঋণের উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বিতরণ করে থাকে। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কর্মপরিধি বহুগুনে সম্প্রসারিত হয়েছে। দেশের কৃষি ব্যবস্থা 'জীবন নির্বাহী কৃষি' থেকে 'বাণিজ্যিক কৃষি'তে তথা প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। সময়মত ঋণ সহায়তা প্রদান করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি ও কৃষকের সার্বিক উন্নতি সাধন, এসএমই ও কুটির শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক অন্যান্য শিল্পের উন্নয়নে কৃষি ব্যাংকের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। সমৃদ্ধ আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ও কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১০৩৮টি শাখা এবং ৪টি উপশাখা নিয়ে সকল মানুষের দোরগোড়ায় আধুনিক ও ব্যয় সাশ্রয়ী ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিচ্ছে।

কৃষি ব্যাংকের গতিশীল কার্যক্রমের বিভিন্ন ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিপরী-তে অর্জন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক বুলেটিন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এই বুলেটিন পাঠে ব্যাংকের বিভিন্ন ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। বুলেটিনটি প্রকাশের ব্যাপারে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা ও উৎসাহের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ।

পরিশেষে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এবং আগামী দিনের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নসহ অন্যান্য গতিশীল কার্যক্রমে মুদ্রিত তথ্য ব্যবহৃত হলে বুলেটিনটি প্রণয়ন সার্থক হবে।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ

- সঞ্চিয়া বিন্‌তে আলী
  ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকীয় প্যানেল ঃ

- মোঃ নূরে আলম সিদ্দিকী
  উপমহাব্যবস্থাপক
- মোঃ নূরুল আলম
  সহকারী মহাব্যবস্থাপক
- মোঃ ইয়াহিয়া ভূঁইয়া
  উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা
- শারমীন জাহান
  মুখ্য কর্মকর্তা

পাদটীকা ঃ

"ব্যাংকের ব্যবসায়িক খাতের অর্জনসমূহ সংকলনপূর্বক গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক ... প্রতি ত্রৈমাস অন্তে নিয়মিতভাবে এতদবিষয়ক বুলেটিন মুদ্রণপূর্বক সকল শাখা ও কার্যালয়ে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে" ... ।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির ২৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২৭তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যাংকের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বিভিন্ন ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সংক্রান্ত তথ্য সংকলনপূর্বক সেপ্টেম্বর ২০২৫ ভিত্তিক ত্রৈমাসিক এই বুলেটিনটি প্রকাশ করা হলো। বুলেটিন প্রণয়নে তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা করায় প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ, ঋণ আদায় বিভাগ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ, ঋণ শ্রেণিবিন্যাস ও প্রজেক্ট মনিটরিং বিভাগ, শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ, জনসংযোগ ও প্রটোকল বিভাগ এবং ফরেন রেমিট্যান্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রতি সম্পাদকীয় প্যানেলের পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিকেবি কিভাবে স্থায়ী মুনাফামুখী হবে

মোঃ আঃ রহিম
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

গত জানুয়ারি মাসে যোগদানের পর থেকে সারাদেশে জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে কনফারেন্সের মাধ্যমে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে মোটিভেট করার সুযোগ পেয়েছি। সহজ করে ব্যাংকিং শেখাচ্ছি। খেলাপি ঋণের কারণে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে গিয়ে ব্যাংক প্রধান কার্যালয় পর্যায়ে কিভাবে বিপুল পরিমাণে লোকসানমুখী হয়ে পড়ে এবং একই খেলাপি ঋণের কারণে সুদ আয় বঞ্চিত হয়ে শাখা কিভাবে লোকসানের শিকার হয়, তা লেখালেখির মাধ্যমে এবং জেলায় জেলায় গিয়ে প্রায় ৫/৬ ঘন্টার power point presentation এর মাধ্যমে শেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। ব্যাংকিং বিষয়ক লেখা পড়ে এবং মিটিং ও কনফারেন্সে উপস্থিত হয়ে প্রায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এখন মোটিভেটেড।

বিকেবিতে ২০২৫ সালের জুলাই মাস থেকে প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ আদায় হচ্ছে। আদায় বিভাগের ডিজিএম ও জিএমসহ লেখক নিজে মনিটরিং করেছেন। আদায়কৃত ১৫% থেকে ২০% অর্থ সুদআয় বাবদ শাখার আয়খাতে জমা হচ্ছে। একই খেলাপি ঋণ আদায়ের কারণে খেলাপি ঋণের বিপরীতে সংরক্ষিত প্রভিশন খাত থেকে ৪০% থেকে ৫০% অর্থ প্রধান কার্যালয়ে আয়খাতে স্থানান্তর হচ্ছে। ফলে খেলাপি ঋণ থেকে সুদআয় এবং প্রভিশন অবমুক্তকরণ এই উভয় খাত মিলে একত্রে প্রতিদিন ৫৫% থেকে ৭০% অর্থ ব্যাংকের আয়খাতে যাচ্ছে। এ হিসাবে প্রতিদিন গড়ে ২৫ কোটি টাকা আদায় হলে ১২ থেকে ১৫ কোটি টাকা আয় খাতে যাচ্ছে। আশা করছি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ১৮,০০০ কোটি NPL এর মধ্যে প্রতিদিন ২৫ কোটি টাকা হিসেবে চলতি অর্থবছরে ২৪০ কর্মদিবসে ৬,০০০ কোটি টাকা NPL আদায় হবে। এতে করে আদায়কৃত ৬,০০০ কোটি টাকা এনপিএল এর বিপরীতে গড়ে ১৮% হারে ১,০০০ কোটি টাকা অনাদায়ী সুদ (স্থগিত+অনারোপিত) আদায় হয়ে ব্যাংকের আয়খাতে জমা হবে। একই সাথে আদায়কৃত এই ৬,০০০ কোটি টাকা এনপিএল এর বিপরীতে সংরক্ষিত প্রভিশন হতে গড়ে ৪০% হারে ২,৪০০ কোটি টাকা প্রধান কার্যালয় পর্যায়ে আয় খাতে যাবে। অর্থাৎ ৬,০০০ কোটি টাকা এনপিএল আদায়ের মাধ্যমে ব্যাংক গড়ে প্রায় ১৮%+৪০%=৫৮% হারে চলতি অর্থবছরে প্রায় ৩,৪০০ কোটি টাকা নতুন আয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। বিকেবি'র বার্ষিক অপারেটিং লোকসান গড়ে ১,৫০০ কোটি টাকা।

গত জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়াটারে ১,৪৮০ কোটি টাকা এনপিএল আদায় হয়েছে এবং ২৬৩ কোটি টাকা স্থগিত সুদ সমন্বয় হয়েছে। আদায়ের এ ধারা অব্যাহত রেখে কমপক্ষে ৬,০০০ কোটি টাকা এনপিএল আদায় নিশ্চিত হবে। চলতি অর্থবছরে ৬,০০০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ আদায় হলে কমপক্ষে ৩,০০০ কোটি টাকা প্রভিশন সমন্বয় হবে। ফলে বিকেবি অনায়াসে নেট মুনাফায় যাবে। আদায় প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত করে খেলাপি ঋণ আদায় ৯,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করে এবং স্থগিত সুদ ১,০৫০ কোটি টাকার স্থলে ২,০০০ কোটি টাকা সমন্বয়ের মাধ্যমে চলতি অর্থবছরেই নেট মুনাফার পাশাপাশি অপারেটিং মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে। বিজ্ঞজনের ভাষায়, "ঋড়ৎ ংঁপপবংং, বি হববফ ঃড় ঃৎধহংভড়ৎস ড়ঁৎ ধসনরঃরড়হং রহঃড় ধপঃরড়হং."এনপিএল আদায়ের মাধ্যমে ৩,৪০০ কোটি টাকা নতুন আয় যুক্ত হলে ব্যাংকটি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছর শেষে ১,৫০০ কোটি টাকা লোকসান কাটিয়ে অনায়াসে ৩,৪০০-১,৫০০=১,৯০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবে। চলতি অর্থবছর শেষে ব্যাংকটির এনপিএল ১৮,০০০ কোটি টাকা থেকে ৬,০০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১২,০০০ কোটি টাকায় নেমে আসবে।

পরবর্তী ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে আদায়কৃত ৬,০০০ কোটি টাকা নতুনভাবে বিনিয়োগ হয়ে ৬,০০০ কোটি টাকা পারফর্মিং ঋণ বৃদ্ধি করবে এবং ১২% হারে ৭২০ কোটি টাকা নতুন মুনাফা সৃষ্টি করবে। একই অর্থবছরে ৪,০০০ কোটি টাকা এনপিএল আদায় হয়ে স্থগিত সুদ ও প্রভিশন অবমুক্ত বাবদ গড়ে ৫৮% হারে ২,৩০০ কোটি টাকা নতুন মুনাফা যুক্ত করবে এবং এনপিএল এর পরিমাণ ১২,০০০-৪,০০০=৮,০০০ কোটি টাকায় নেমে আসবে। একই সাথে ব্যাংকটি শাখা প্রতি ৩ কোটি টাকা হিসেবে বছরে ৩,০০০ কোটি টাকা সঞ্চয়ী আমানত বৃদ্ধি করে ৮% হারে সুদব্যয় সাশ্রয় করে ২৪০ কোটি টাকা মুনাফা বৃদ্ধি করবে। ফলে এনপিএল আদায় এবং সুদব্যয় সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে ব্যাংকটিতে নতুন মুনাফা যুক্ত হবে ২,৩০০+২৪০ =২,৫৪০ কোটি টাকা। ব্যাংকটির বার্ষিক অপারেটিং লোকসান ১,৫০০ কোটি টাকা হলেও ২০২৬-২০২৭ অর্থবছর শেষে বাস্তবে ২,৫৪০-১,৫০০= ১,০৪০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করবে।

আগামী ২০২৭-২০২৮ অর্থবছরে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ ৮,০০০ কোটি টাকা থেকে আরও ২,০০০ কোটি টাকা আদায় হয়ে খেলাপির পরিমাণ ৮,০০০-২,০০০=৬,০০০ কোটি টাকায় নেমে আসবে। ২০২৫-২০২৬ হতে ২০২৭-২০২৮ এই তিন অর্থবছর শেষে এনপিএল দাঁড়াবে ১৮,০০০-৬,০০০-৪,০০০-২,০০০=৬,০০০ কোটি টাকা। ফলে মোট এনপিএল হ্রাস পাবে ১৮,০০০-৬,০০০=১২,০০০ কোটি টাকা। এই হ্রাসকৃত ১২,০০০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ পুনঃবিনিয়োগ হয়ে ১২,০০০ কোটি টাকা পারফর্মিং ঋণ বৃদ্ধি করবে যা ১২% হারে বছরে ১,৪৪০ কোটি টাকা নতুন মুনাফা যুক্ত করবে। একই সাথে শাখা প্রতি বছরে ৩ কোটি টাকা হিসেবে প্রতি বছর ৩,০০০ কোটি টাকা করে তিন বছরে ৯,০০০ কোটি টাকা সঞ্চয়ী আমানত বৃদ্ধি পাবে। এই ৯,০০০ কোটি টাকা বর্ধিত সঞ্চয়ী আমানত ৮% হারে ৭২০ কোটি টাকা সুদব্যয় হ্রাস করে ৭২০ কোটি টাকা নতুন মুনাফা যুক্ত করবে। এভাবে তিন বছরে ব্যাংকটি একদিকে খেলাপি ঋণ আদায় ও হ্রাস করে সুদআয় বৃদ্ধি করবে এবং সুদব্যয় সাশ্রয়ী সঞ্চয়ী আমানত বৃদ্ধি করে আমানতের সুদব্যয় সাশ্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি করবে। এরূপে খেলাপি ঋণ আদায় করে তা ঋণ খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে পারফর্মিং ঋণ বৃদ্ধি পেয়ে এবং একই সাথে সঞ্চয়ী আমানত বৃদ্ধি পেয়ে সুদব্যয় হ্রাস হয়ে বিকেবি বিবিধ প্রক্রিয়ায় স্থায়ীভাবে মুনাফামুখী ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের শুরুতে ব্যাংকটির ১৮,০০০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণের মধ্যে ১৫,০০০ কোটি টাকাই কৃষিঋণ। আগামী চার অর্থবছর শেষে এই খেলাপি ঋণ ৪,০০০ কোটি টাকায় নেমে আসবে। হয়তো এই ৪,০০০ কোটি টাকা কখনো আদায় নাও হতে পারে। তারপরও ব্যাংকটি ৩/৪ বছরের মধ্যে তার খেলাপি ঋণ ১৮,০০০ কোটি টাকা থেকে ৪,০০০ কোটি টাকায় নামিয়ে এনে এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর থেকে ২০২৭-২০২৮ অর্থবছরে সঞ্চয়ী আমানত ১১,০০০ কোটি টাকা থেকে ২০,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়ে বিকেবি স্থায়ীভাবে মুনাফামুখী ব্যাংক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এক সময় খেলাপি ঋণ হ্রাস পেয়ে স্থগিত সুদ ও প্রভিশন থেকে মুনাফার অংক হ্রাস পাবে। তবে এ সময়ে আদায়কৃত খেলাপি ঋণ নতুনভাবে বিনিয়োগ হয়ে এবং সঞ্চয়ী আমানত ২০/৩০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়ে ব্যাংকটি স্থায়ীভাবে মুনাফামুখী ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। এই আস্থাটুকু মাঠ পর্যায়ে কাজ করে এবং ব্যাংক ব্যবসা নিয়ে চিন্তা করে নিজের মধ্যে দীর্ঘদিনে সৃষ্টি হয়েছে।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সেপ্টেম্বর-২০২৫ ভিত্তিক অর্জন প্রতিবেদন

ব্যাংকের আর্থিক সচ্ছলতা ও মজবুত তহবিল ভিত্তি গঠনের প্রধান অবলম্বনই হচ্ছে আমানত সংগ্রহ। ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের স্বাভাবিক গতিধারা অব্যাহত রাখা এবং আমানতের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য আমানতের প্রবৃদ্ধি অর্জন অপরিহার্য। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিগত কয়েকটি ত্রৈমাসিকের আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১) আমানত সংগ্রহ ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রম পুঞ্জিভূত অর্জন	ক্রম পুঞ্জিভূত অর্জনের হার
সেপ্টেম্বর ২০২৩	১২০০০	৮০৯.৪৩	৮০৯.৪৩	৭%
ডিসেম্বর ২০২৩	১২০০০	১৬৩৩.৩৩	২৪৪২.৭৬	২০%
মার্চ ২০২৪	১২০০০	১০৬.৭৪	২৫৪৯.৫০	২১%
জুন ২০২৪	১২০০০	২০৬৫.৫৮	৪৬১৫.০৮	৩৮%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১২০০০	৪৪৪.৮৬	৪৪৪.৮৬	৪%
ডিসেম্বর ২০২৪	১২০০০	১১৯৯.১০	১৬৪৩.৯৬	১৪%
মার্চ ২০২৫	১২০০০	২৩০৬.৬৬	৩৯৫০.৬২	৩৩%
জুন ২০২৫	১২০০০	১০৬৪.৫০	৫০১৫.১২	৪২%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১১০০০	১১০২.০০	১১০২.০০	৮.৮০

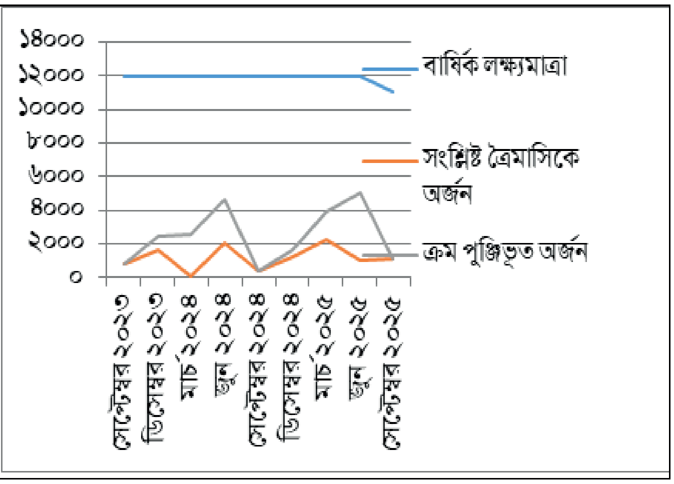

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আমানত সংগ্রহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ১১,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসে পুঞ্জিভূত অর্জন ১,১০২.০০ কোটি টাকা - যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮.৮০%। সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অর্জিত ১,১০২ কোটি টাকার মধ্যে চলতি আমানত (-) ৯১.৩৫ কোটি টাকা, সঞ্চয়ী আমানত ১২৭.২৬ কোটি টাকা, এসএনডি আমানত (-) ২০১.৩০ কোটি টাকা, মেয়াদি আমানত ১,০৭৬.৬১ কোটি টাকা, স্কীম সমূহ ৫৭.২৭ কোটি টাকা ও অন্যান্য আমানত ১৩৩.৫১ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে।

১.১) আমানত স্থিতি ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সেপ্টেম্বর ২০২৫ পুঞ্জিভূত অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার
সেপ্টেম্বর ২০২৩	৫২৫০০	৪১৩৮২.৩৬	৭৯%
ডিসেম্বর ২০২৩	৫২৫০০	৪২৭৬৯.৩৩	৮১%
মার্চ ২০২৪	৫২৫০০	৪২৮৮১.৫৫	৮২%
জুন ২০২৪	৫২৫০০	৪৫১৮৮.০২	৮৬%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৫৫০০০	৪৫৬৩২.৮৮	৮৩%
ডিসেম্বর ২০২৪	৫৫০০০	৪৬৮৩১.৯৮	৮৫%
মার্চ ২০২৫	৫৫০০০	৪৯১৩৮.৬৪	৮৯%
জুন ২০২৫	৫৫০০০	৫০২০৩.১৪	৯১%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	৬০০০০	৫১৩০৫.১৩	৮৬%

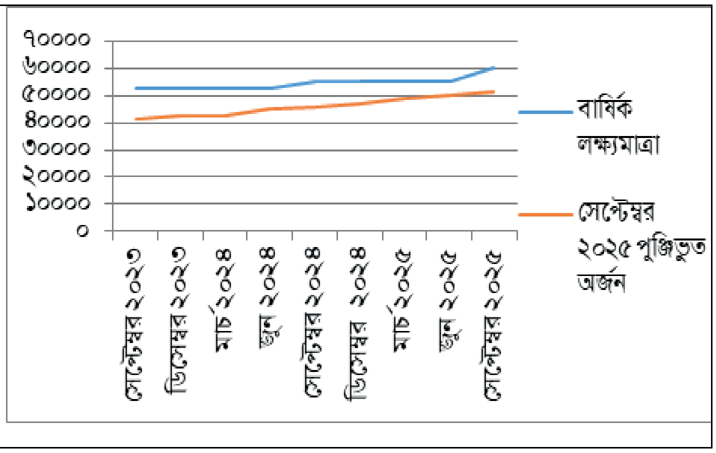

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বার্ষিক আমানত স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা ৬০,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মোট অর্জন ৫১,৩০৫.১৩ কোটি টাকা। যার মধ্যে উচ্চ সুদব্যয়ী আমানতের পরিমাণ ৩৭,৩৯১.১১ কোটি টাকা, উচ্চ সুদব্যয়ী আমানতের হার ৭৩%। ব্যাংকের মুনাফা অর্জনের জন্য সুদবিহীন ও কম সুদবাহী আমানত বৃদ্ধি এবং উচ্চ সুদব্যয়ী আমানত হ্রাস করা প্রয়োজন।

২) নতুন আমানত হিসাব খোলা ঃ

(প্রকৃত সংখ্যায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাস	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার
সেপ্টেম্বর ২০২৩	৯০০০০০	১১৫২০৭	১১৫২০৭	১৩%
ডিসেম্বর ২০২৩	৯০০০০০	২৬৬৩৪৬	৩৮১৫৫৩	৪২%
মার্চ ২০২৪	৯০০০০০	১৫৬৮৪১	৫৩৮৩৯৪	৬০%
জুন ২০২৪	৯০০০০০	২২০২৭১	৭৫৮৬৬৫	৮৪%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১০১০০০০	১৮০৮১৩	১৮০৮১৩	১৮%
ডিসেম্বর ২০২৪	১০১০০০০	২১৯০৩০	৩৯৯৮৪৩	৪০%
মার্চ ২০২৫	১০১০০০০	১৯১০৭৪	৫৯০৯১৭	৫৯%
জুন ২০২৫	১০১০০০০	১৭৭৯০৮	৭৬৮৮২৫	৭৬%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১১১০০০০	২২৫৯৩৪	২২৫৯৩৪	২০%

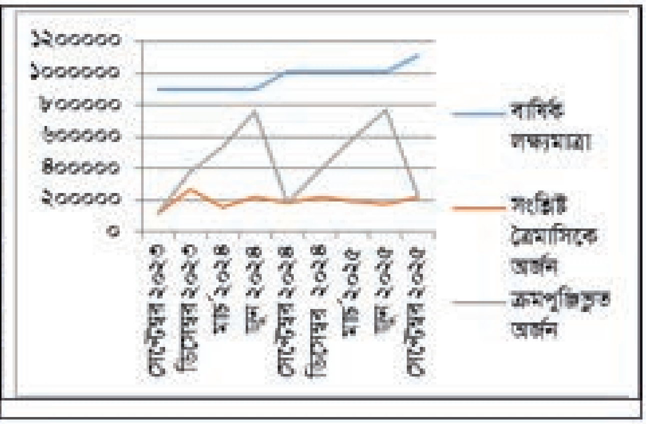

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে নতুন আমানত হিসাব খোলার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ১১,১০,০০০ হিসেবে এর বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাস শেষে অর্জন ২,২৫,৯৩৪টি, অর্জনের হার ২০%। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৫,১২১ টি আমানত হিসাব বেশী খোলা হয়েছে।

৩) মোট ঋণ বিতরণ ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন(বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার
সেপ্টেম্বর ২০২৩	২২২০০	২৭৬৫.৯৫	২৭৬৫.৯৫	১২%
ডিসেম্বর ২০২৩	২২২০০	৫১১২.৩২	৭৮৭৮.২৭	৩৫%
মার্চ ২০২৪	২২২০০	৩০৩২.৫৪	১০৯১০.৮১	৪৯%
জুন ২০২৪	২২২০০	৫৩০৪.১৪	১৬২১৪.৯৫	৭৩%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	২৬৭০০	৩১৮৫.৫৯	৩১৮৫.৫৯	১২%
ডিসেম্বর ২০২৪	২৬৭০০	৫৭৮৯.০৮	৮৯৭৪.৬৭	৩৪%
মার্চ ২০২৫	২৬৭০০	৩৫৩৬.৪৭	১২৫১১.১৪	৪৭%
জুন ২০২৫	২৬৭০০	৪৭৬১.৪০	১৭২৭২.৫৪	৬৫ %
সেপ্টেম্বর ২০২৫	৩০৬০০	৪৭৪১.৫১	৪৭৪১.৫১	১৬%

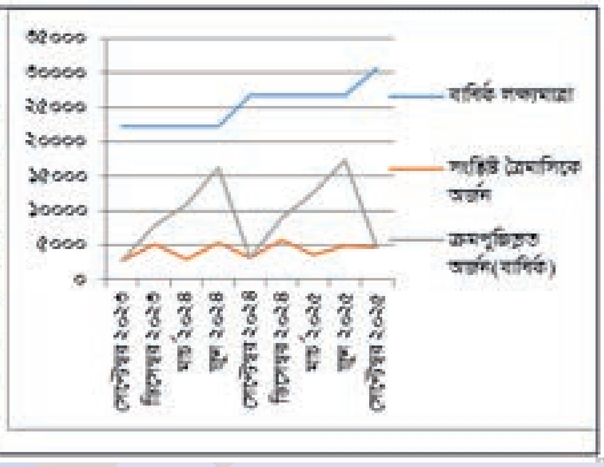

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অগ্রাধিকার জরুরি। খাদ্য উৎপাদনে কৃষকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০,৬০০ কোটি টাকা, যার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত পুঞ্জিভুত অর্জন ৪,৭৪২কোটি টাকা- যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৬%।

৩.১) কৃষিঋণ বিতরণ ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন(বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার	মোট অর্জনে শতকরা অংশ
সেপ্টেম্বর ২০২৩	১১০০০	১৭৯২.৬২	১৭৯২.৬২	১৬%	৬৫%
ডিসেম্বর ২০২৩	১১০০০	২৮২৬.৯১	৪৬১৯.৫৩	৪২%	৫৯%
মার্চ ২০২৪	১১০০০	১৮৮৬.৬৩	৬৫০৬.১৬	৫৯%	৬০%
জুন ২০২৪	১১০০০	২৩৮৮.০৫	৮৮৯৪.২১	৮১%	৫৫%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১২০০০	১৭৪১.৮০	১৭৪১.৮০	১৫%	৫৫%
ডিসেম্বর ২০২৪	১২০০০	২৯৭৪.৭০	৪৭১৬.৫০	৩৯%	৫৩%
মার্চ ২০২৫	১২০০০	১৮৫৪.৯২	৬৫৭১.৪২	৫৫%	৫৩%
জুন ২০২৫	১২০০০	২৪৮৫.২৬	৯০৫৬.৬৮	৭৫%	৫২%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১১৭০০	২৪৬২.২৮	২৪৬২.২৮	২১%	৫২%

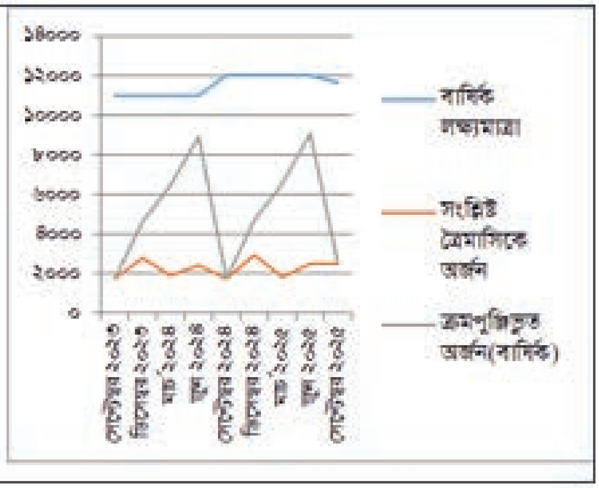

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১১,৭০০ কোটি টাকা। যার মধ্যে শস্য (বর্গাচাষী ব্যতীত) ৬,২৫০ কোটি টাকা, শস্য (বর্গাচাষী) ৭৫০ কোটি টাকা, মৎস্য ১,৫০০ কোটি টাকা, প্রাণিসম্পদ ১,৮০০ কোটি টাকা, সেচ যন্ত্রপাতি ৯৫ কোটি টাকা, কৃষি যন্ত্রপাতি ৬০ কোটি টাকা, বীজ উৎপাদন ৪০ কোটি টাকা, শস্যগুদামজাত ও বাজারজাতকরণ ৩৫ কোটি টাকা, দারিদ্র বিমোচন ২৩০ কোটি টাকা ও অন্যান্য ৯৪০ কোটি টাকা।

৬) ঋণস্থিতি ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন(বার্ষিক)	পুঞ্জিভূত অর্জনের হার
সেপ্টেম্বর ২০২৩	৪১২০০	১২২.৯৮	৩০৩৪৮.৯২	৭৪%
ডিসেম্বর ২০২৩	৪১২০০	১১৩৮.২৮	৩১৪৮৭.২০	৭৬%
মার্চ ২০২৪	৪১২০০	-৯.২৯	৩১৪৭৭.৯১	৭৬%
জুন ২০২৪	৪১২০০	২৫৬৭.৮৫	৩৪০৪৫.৭৬	৮৩%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৪৫০০০	-৭৩০.৮৯	৩৩৩১৪.৮৭	৭৪%
ডিসেম্বর ২০২৪	৪৫০০০	১৪২৬.৯৭	৩৪৭৪১.৮৪	৭৭%
মার্চ ২০২৫	৪৫০০০	-৬৬১.৬৫	৩৪০৮০.১৯	৭৬%
জুন ২০২৫	৪৫০০০	৪৫৫১.২৩	৩৮৬৩১.৪২	৮৬%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	৫০০০০	৭১	৩৮৭০২.৩৯	৭৭%

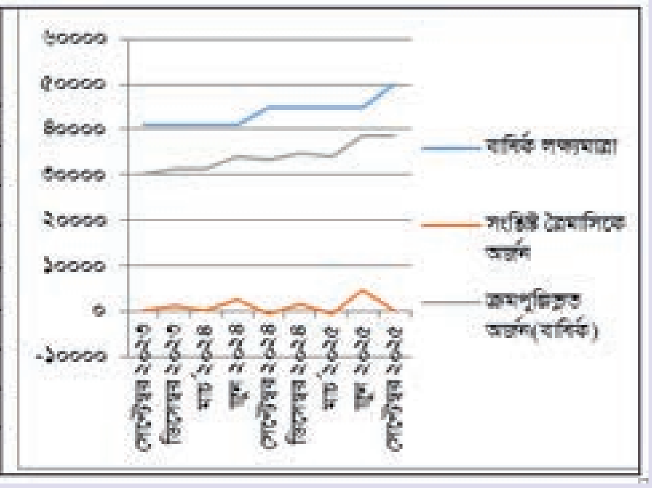

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ঋণস্থিতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০,০০০ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাস শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ৩৮,৭০২.৩৯ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭৭%।

৭) শ্রেণিকৃত ঋণস্থিতি ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	শ্রেণিকৃত ঋণস্থিতির বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত শ্রেণিকৃত ঋণস্থিতি	অর্জন কম/বেশি
সেপ্টেম্বর ২০২৩	১৫৮৮.২২	৩০৯২.৫১	-১৫০৪.২৯
ডিসেম্বর ২০২৩	১৫৮৮.২২	৩৯৮০.২৯	-২৩৯২.০৭
মার্চ ২০২৪	১৫৮৮.২২	৩৮৩৯.০১	-২২৫০.৭৯
জুন ২০২৪	১৫৮৮.২২	৪৩২৯.৭২	-২৭৪১.৫০
সেপ্টেম্বর ২০২৪	২০২৯.৭২	৪১৮৭.৪৫	-২১৫৭.৭৩
ডিসেম্বর ২০২৪	২০২৯.৭২	৪৯০২.০৬	-২৮৭২.৩৪
মার্চ ২০২৫	২০২৯.৭২	৪৭০৪.৬৭	-২৬৭৪.৯৫
জুন ২০২৫	২০২৯.৭২	১৭৫৩৮.৩২	-১৫৫০৮.৬০
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১২৭৮৭	১৬১৩৯.৬৭	-৩৩৫২.৬৭

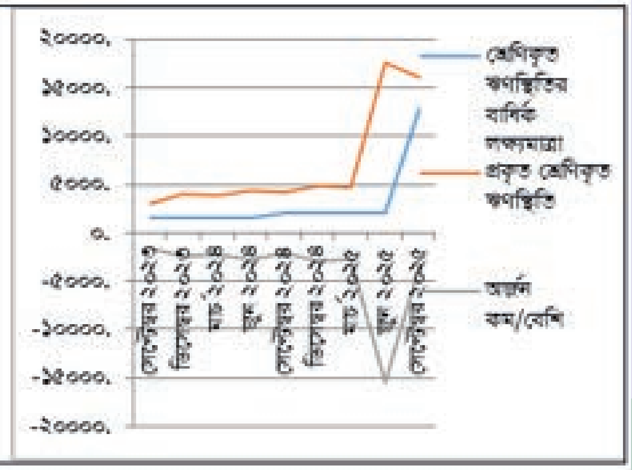

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখভিত্তিক ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য শ্রেণিকৃত ঋণস্থিতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১২,৭৮৭ কোটি টাকা। উক্ত তারিখভিত্তিক শ্রেণিকৃত ঋণস্থিতি ১৬,১৩৯.৬৭ কোটি টাকা, যা বার্ষিক শ্রেণিকৃত ঋণস্থিতি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩,৩৫২.৬৭ কোটি টাকা বেশি। শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ও হার হ্রাসকরণের জন্য শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়, ঋণ পুনঃতফসিলকরণ, নবায়ন, সুদ মওকুফ, ঋণ অবলোপন এবং নতুনভাবে শ্রেণিকৃত হওয়া রোধ করার জন্য শ্রেণিযোগ্য ঋণ সুদসহ সর্ম্পূণ আদায় অপরিহার্য।

৮) বৈদেশিক রেমিট্যান্স (BEFTN ও RTGS ব্যতীত) ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাস	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রম পুঞ্জিভূত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রম পুঞ্জিভূত অর্জনের হার
সেপ্টেম্বর ২০২৩	৮০০০	১৪৮৯.৬৫	১৪৮৯.৬৫	১৯%
ডিসেম্বর ২০২৩	৮০০০	২২০৬.৪৯	৩৬৯৬.১৪	৪৬%
মার্চ ২০২৪	৮০০০	২২১২.১৫	৫৯০৮.২৯	৭৪%
জুন ২০২৪	৮০০০	১৮৭৭.৪৪	৭৭৮৫.৭৩	৯৭%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১০৫০০	৪০০১.৮৫	৪০০১.৮৫	৩৮%
ডিসেম্বর ২০২৪	১০৫০০	৪১৩৮.৪৯	৮১৪০.৩৪	৭৮%
মার্চ ২০২৫	১৫৭৫০	৭৮৮৪.০৩	১৬০২৪.৩৭	১০২%
জুন ২০২৫	১৫৭৫০	৯৫২৫.৫৫	২৫৫৪৯.৯২	১৬২%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১৮০০০	৯৫১০.৯৬	৯৫১০.৯৬	৫৩%

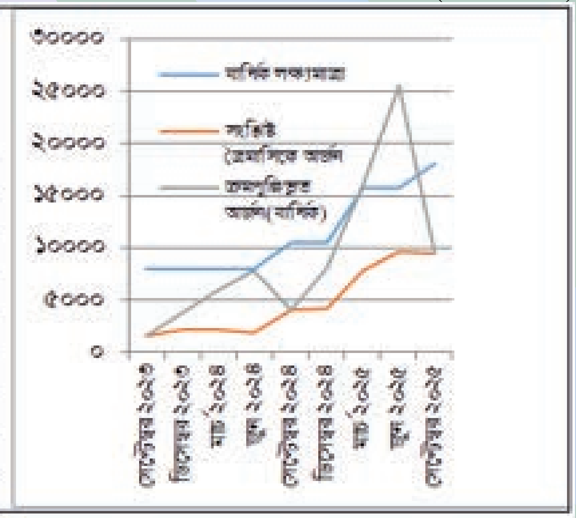

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বৈদেশিক রেমিট্যান্স লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮,০০০ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাস শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ৯৫১০.৯৬ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৩%।

৩.২) সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন(বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার	মোট অর্জনে শতকরা অংশ
সেপ্টেম্বর ২০২৩	৮০০০	৮৪৪.১১	৮৪৪.১১	১১%	৩১%
ডিসেম্বর ২০২৩	৮০০০	১৫৬৫.৭৬	২৪০৯.৮৭	৩০%	৩১%
মার্চ ২০২৪	৮০০০	৯৭৫.৪৬	৩৩৮৫.৩৩	৪২%	৩১%
জুন ২০২৪	৮০০০	১৩৪৯.৪৫	৪৭৩৪.৭৮	৫৯%	২৯%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১১৫০০	১০১৩.১৯	১০১৩.১৯	৯%	৩২%
ডিসেম্বর ২০২৪	১১৫০০	১৮২৫.৪২	২৮৩৮.৬১	২৫%	৩২%
মার্চ ২০২৫	১১৫০০	১১৪০.৭৯	৩৯৭৯.৪০	৩৫%	৩২%
জুন ২০২৫	১১৫০০	১৫৫৫.৭৯	৫৫৩৫.১৯	৪৮%	৩২%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১২৫০০	১২৪১.৬৩	১২৪১.৬৩	১০%	২৬%

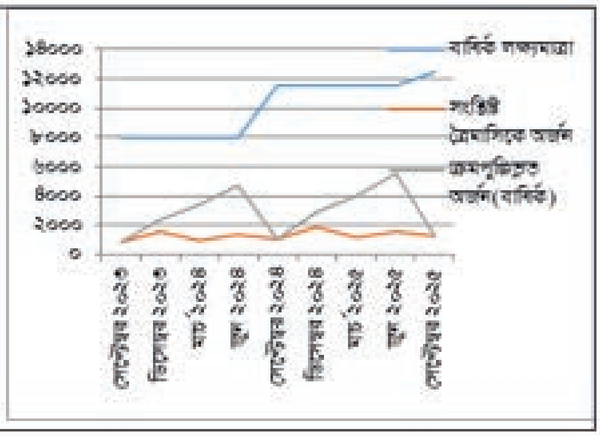

উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) খাতের বিকল্প নেই। বিশ্বের অনেক দেশে প্রলম্বিত যুদ্ধাবস্থা, মূল্যস্ফীতি, বিশ্ব ও দেশীয় বাজারে ধারাবাহিকভাবে পণ্যের উচ্চমূল্যের অর্থনৈতিক প্রভাব কাটিয়ে ওঠা, শ্রমিকদের কাজে বহাল রাখা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা তথা বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরণে সিএসএমই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। উক্ত খাতকে গতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ব্যাংকের সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ১২,৫০০ কোটি টাকার মধ্যে সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসে অর্জন ১,২৪১.৬৩ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৬%।

৩.৩) কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ঋণ ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার	মোট অর্জনে শতকরা অংশ
সেপ্টেম্বর ২০২৩	২০০০	৫.৫২	৫.৫২	০.৩%	০.২%
ডিসেম্বর ২০২৩	২০০০	৪০২.৪৮	৪০৮.০০	৩৪%	৫%
মার্চ ২০২৪	২০০০	১০.২৬	৪১৮.২৬	৩৫%	৪%
জুন ২০২৪	২০০০	৫৫৯.২১	৯৭৭.৪৭	৮১%	৬%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৭০০	১১.২৪	১১.২৪	২%	০.৩৫%
ডিসেম্বর ২০২৪	৭০০	১৫০.২৮	১৬১.৫২	২৩%	২%
মার্চ ২০২৫	৭০০	১৯৫.৯৯	৩৫৭.৫১	৫১%	৩%
জুন ২০২৫	৭০০	৮৮.০৪	৪৪৫.৫৫	৬৪%	৩%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	২৭৫০	১৩০.২৩	১৩০.২৩	৫%	৩%

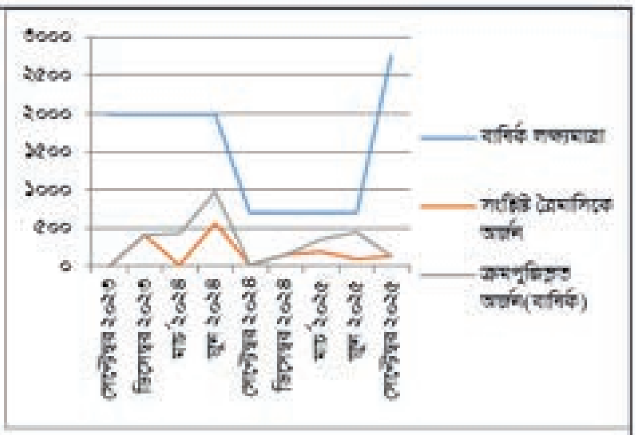

সাম্প্রতিক সময়ে কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকায়নের ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি তৈরি ও বাজারজাতকরণ, কৃষিভিত্তিক পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, সমন্বিত কৃষি প্রকল্পসহ কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প খাতে ঋণের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ২,৭৫০ কোটি টাকার মধ্যে সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসে অর্জন ১৩০.২৩ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫% ।

** উল্লেখ্য, জেনারেল ক্রেডিট বিভাগের ২৬/০৮/২০২৫ তারিখের পত্র নং প্রকা/জেক্রেবি-অংশ-চা/১(৩)/ ২০২৫-২৬/১২৫ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কৃষিভিত্তিক শিল্প(চা) খাতকে কৃষিঋণ হতে স্থানান্তর করে এই খাতে দেখানোর ফলে বিগত অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ৭০০ কোটি টাকার স্থলে চলতি অর্থ বছরে এই খাতে লক্ষ্যমাত্রা ২৭৫০ হয়েছে।

৪) নতুন ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ

(জন)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন(বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার
সেপ্টেম্বর ২০২৩	৪০০০০০	৪৬৭৩৫	৪৬৭৩৫	১২%
ডিসেম্বর ২০২৩	৪০০০০০	১৯১৩৫৫	২৩৮০৯০	৬০%
মার্চ ২০২৪	৪০০০০০	-৭৭৪২৩	১৬০৬৬৭	৪০%
জুন ২০২৪	৪০০০০০	৫১৪০৪	২১২০৭১	৫৩%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৪০০০০০	৩৬৬১৬	৩৬৬১৬	৯%
ডিসেম্বর ২০২৪	৪০০০০০	৫৯৬০৮	৯৬২২৪	২৪%
মার্চ ২০২৫	৪০০০০০	৪২১৮৯	১৩৮৪১৩	৩৫%
জুন ২০২৫	৪০০০০০	৪৯১৪৩	১৮৭৫৫৬	৪৭%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	৫০০০০০	৩৭৫২৭	৩৭৫২৭	৮%

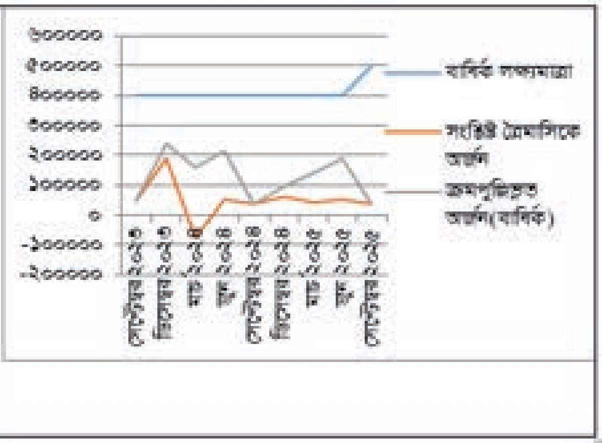

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ব্যাংকের নতুন ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫,০০,০০০ জন। সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসে ৩৭,৫২৭ জন ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮%।

(৫) মোট ঋণ আদায় ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন(বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার
সেপ্টেম্বর ২০২৩	১৫৬৯৯.৪২	২২৫৪.০৯	২২৫৪.০৯	১৪%
ডিসেম্বর ২০২৩	১৫৬৯৯.৪২	৪৬৮০.০২	৬৯৩৪.১১	৪৪%
মার্চ ২০২৪	১৫৬৯৯.৪২	২১৬৪.০৯	৯০৯৮.২০	৫৮%
জুন ২০২৪	১৫৬৯৯.৪২	২৭৩৫.৭০	১১৮৩৩.৯০	৭৫%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১৭৫০০.০০	২১৫৫.০৫	২১৫৫.০৫	১২%
ডিসেম্বর ২০২৪	১৭৫০০.০০	৪৭৭৬.১৯	৬৯৩১.২৪	৪০%
মার্চ ২০২৫	১৭৫০০.০০	২০১২.২৯	৮৯৪৩.৫৩	৫১%
জুন ২০২৫	১৭৫০০.০০	২৭৫৯.৪৫	১১৭০২.৯৮	৬৭%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	২১০০০.০০	৩৯৪০.০০	৩৯৪০.০০	১৯%

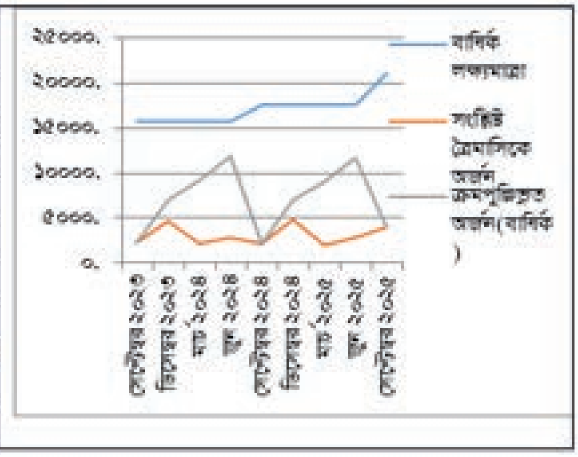

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে মোট ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২১,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত পুঞ্জিভুত আদায় ৩,৯৪০ কোটি টাকা (১৯%)।

(৫.১) শ্রেণিকৃত ঋণ হতে আদায় ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন (বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার	মোট অর্জনে শতকরা অংশ
সেপ্টেম্বর ২০২৩	১৬০০	৯৫.৭৫	৯৫.৭৫	৬%	৪%
ডিসেম্বর ২০২৩	১৬০০	১২৮.৬৬	২২৪.৪১	১৪%	৩%
মার্চ ২০২৪	১৬০০	১৪১.৩৪	৩৬৫.৭৫	২৩%	৪%
জুন ২০২৪	১৬০০	৩২৩.৬৬	৬৮৯.৪১	৪৩%	৬%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	২৩০০	১৪২.৭৩	১৪২.৭৩	৬%	৭%
ডিসেম্বর ২০২৪	২৩০০	১৯৯.০০	৩৪১.৭৩	১৫%	৫%
মার্চ ২০২৫	২৩০০	১৯৭.৮১	৫৩৯.৫৪	২৪%	৬%
জুন ২০২৫	২৩০০	৫৫২.৪৩	১০৯১.৯৭	৪৭%	৯%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	৮০০০	১৪০৬.৯৮	১৪০৬.৯৮	১৮%	৩৬%

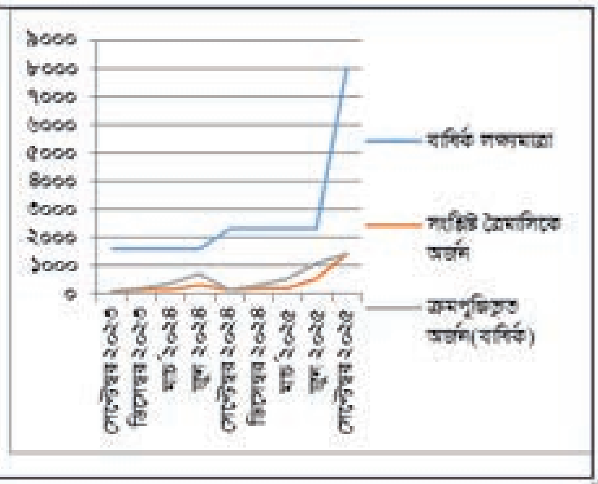

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে মোট ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২১,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত পুঞ্জিভুত আদায় ৩,৯৪০ কোটি টাকা (১৯%)। শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৮,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসে অর্জন ১,৪০৬.৯৮ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮%।

(৫.২) শ্রেণিকৃত ঋণ ব্যতীত আদায় ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন(বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার	মোট অর্জনে শতকরা অংশ
সেপ্টেম্বর ২০২৩	১৪০৯৯.৪২	২১৫৮.৩৪	২১৫৮.৩৪	১৫%	৯৬%
ডিসেম্বর ২০২৩	১৪০৯৯.৪২	৪৫৫১.৩৬	৬৭০৯.৭০	৪৮%	৯৭%
মার্চ ২০২৪	১৪০৯৯.৪২	২০২২.৭৫	৮৭৩২.৪৫	৬২%	৯৬%
জুন ২০২৪	১৪০৯৯.৪২	২৪১২.০৪	১১১৪৪.৪৯	৭৯%	৯৪%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১৪০৯৯.৪২	২০১২.৩২	২০১২.৩২	১৪%	৯৩%
ডিসেম্বর ২০২৪	১৫২০০.০০	৪৫৭৭.১৯	৬৫৮৯.৫১	৪৪%	৯৫%
মার্চ ২০২৫	১৫২০০.০০	১৮১৪.৪৮	৮৪০৩.৯৯	৫৫%	৯৪%
জুন ২০২৫	১৫২০০.০০	২২০৭.০২	১০৬১১.০১	৭০%	৯১%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১৩০০০.০০	২৫৩২.৬২	২৫৩২.৬২	১৯%	৬৪%

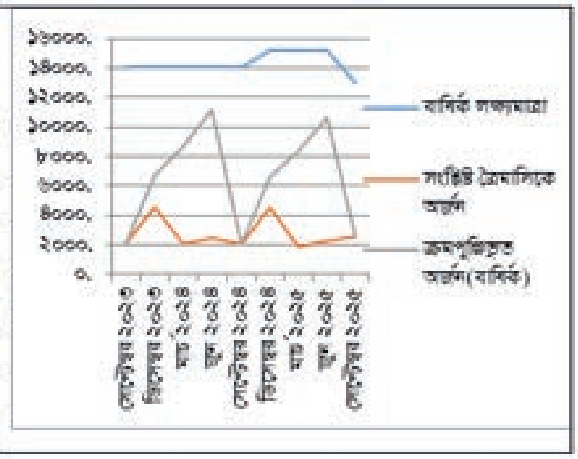

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে মোট ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২১,০০০ কোটি টাকা এবং শ্রেণিকৃত ঋণ ব্যতীত আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৩,০০০ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসে অর্জন ২,৫৩২.৬২কোটি টাকা, যা মোট অর্জনের ৬৪%।

১২) ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন(বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার
সেপ্টেম্বর ২০২৩	৮০০	৭৭.৩৫	৭৭.৩৫	১০%
ডিসেম্বর ২০২৩	৮০০	১৩৩.৫১	২১০.৮৬	২৬%
মার্চ ২০২৪	৮০০	৬৭.৩১	২৭৮.১৭	৩৫%
জুন ২০২৪	৮০০	১৩৩.৩৯	৪১১.৫৬	৫১%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	১০০০	৮৫.৪১	৮৫.৪১	৯%
ডিসেম্বর ২০২৪	১০০০	১২৮.৫৫	২১৩.৯৬	২১%
মার্চ ২০২৫	১০০০	৮২.৪৭	২৯৬.৪৩	৩০%
জুন ২০২৫	১০০০	১৭৮.০৪	৪৭৪.৪৭	৪৭%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১৫০০	২১৭.৪৯	২১৭.৪৯	১৫%

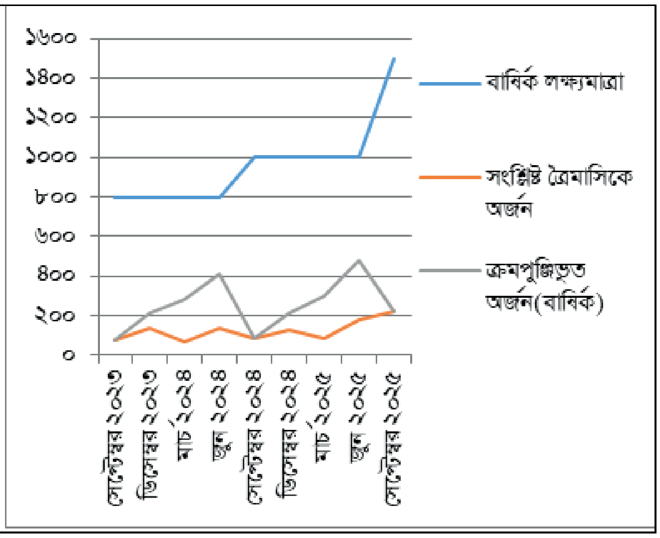

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৫০০ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাস শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ৬৯১.৯৬ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫%।

১৩) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ আদায় ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন(বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জনের হার
সেপ্টেম্বর ২০২৩	৪০৭২.৪৫	৩১৪.৮৭	৩১৪.৮৭	৮%
ডিসেম্বর ২০২৩	৪০৭২.৪৫	৬৩১.৩৩	৯৪৬.২০	২৩%
মার্চ ২০২৪	৪০৭২.৪৫	৩৭৮.০৯	১৩২৪.২৯	৩৩%
জুন ২০২৪	৪০৭২.৪৫	৭১৯.৯৭	২০৪৪.২৬	৫০%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৪৭৪৯.৮২	৩৬৮.৪৭	৩৬৮.৪৭	৯%
ডিসেম্বর ২০২৪	৪৭৪৯.৮২	৭৪৬.৩৮	১১১৪.৮৫	২৪%
মার্চ ২০২৫	৪৭৪৯.৮২	৪১৩.৯৫	১৫২৮.৮০	৩২%
জুন ২০২৫	৪৭৪৯.৮২	৫৭০.৭৮	২০৯৯.৫৮	৪৪%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	২২৯.৫০	৫৬.৪৪	৫৬.৪৪	২৫%

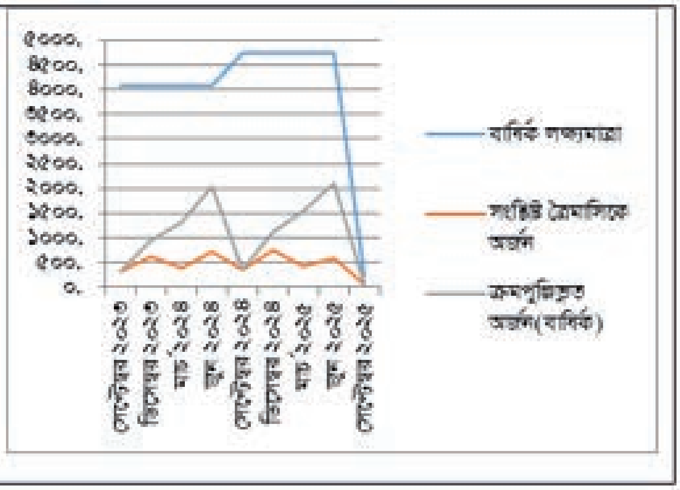

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২২৯.৫০ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাস শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ৫৬.৪৪ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৫%।

১৪। অন্যান্য ঃ

ব্যাংকের অন্যান্য ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রয়েছে ৪% রেয়াতি হার সুদে আমদানি বিকল্প শস্য যেমন ডাল, তেলবীজ, মসলা ও ভুট্টা খাতে ঋণ বিতরণ এবং Anciliary Business থেকে আয়। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ৪% রেয়াতি হার সুদে আমদানি বিকল্প ঋণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ৭৮.০০ কোটি টাকা এবং সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসে পুঞ্জিভুত অর্জন ১.৬৪ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের হার ২.১০%। চলতি (২০২৫-২০২৬) অর্থবছরে Anciliary Business থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫ শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ৮৩.৮৫ কোটি টাকা।

গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত

৯) আমদানী ব্যবসা ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন(বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার
সেপ্টেম্বর ২০২৩	৮০০০	১৫৮৮.৮৬	১৫৮৮.৮৬	২০%
ডিসেম্বর ২০২৩	৮০০০	৩০৬০.০০	৪৬৪৮.৮৬	৫৮%
মার্চ ২০২৪	৮০০০	২৫৭১.৩৯	৭২২০.২৫	৯০%
জুন ২০২৪	৮০০০	৮৩৫.২৩	৮০৫৫.৪৮	১০১%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৮৫০০	১০৭৬.০৩	১০৭৬.০৩	১৩%
ডিসেম্বর ২০২৪	৮৫০০	৪১৯৪.১৩	৫২৭০.১৬	৬২%
মার্চ ২০২৫	৮৫০০	১৫৪৫.৬৭	৬৮১৫.৮৩	৮০%
জুন ২০২৫	৮৫০০	৩৯৭৪.৯৬	১০৭৯০.৭৯	১২৭%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১০০০০	৫১৪১.৫৪	৫১৪১.৫৪	৫১%

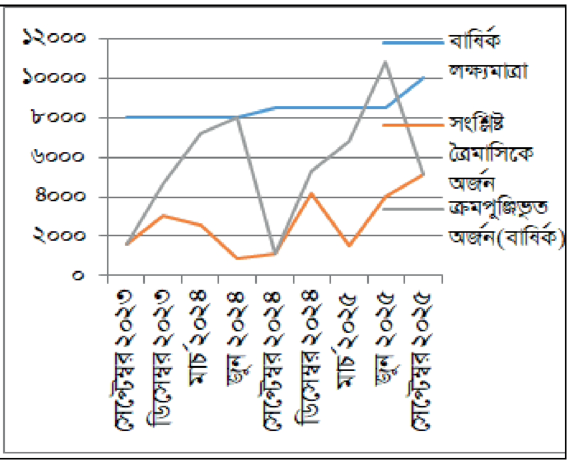

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আমদানি ব্যবসার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০,০০০ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাস শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ৫,৯৩২.৩৩ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫১%।

১০) রপ্তানি ব্যবসা ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন(বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার
সেপ্টেম্বর ২০২৩	২০০০	২৫১.৮৬	২৫১.৮৬	১৩%
ডিসেম্বর ২০২৩	২০০০	৩১২.৫৫	৫৬৪.৪১	২৮%
মার্চ ২০২৪	২০০০	২৬২.২৫	৮২৬.৬৬	৪১%
জুন ২০২৪	২০০০	২৫০.৯১	১০৭৭.৫৭	৫৪%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	২০০০	২৪১.৫৫	২৪১.৫৫	১২%
ডিসেম্বর ২০২৪	২০০০	৩৩৩.১২	৫৭৪.৬৭	২৯%
মার্চ ২০২৫	২০০০	৩০৯.৯১	৮৮৪.৫৮	৪৪%
জুন ২০২৫	২০০০	৩৭২.০২	১২৫৬.৬০	৬৩%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	১৪০০	৩৪৫.৬৮	৩৪৫.৬৮	২৫%

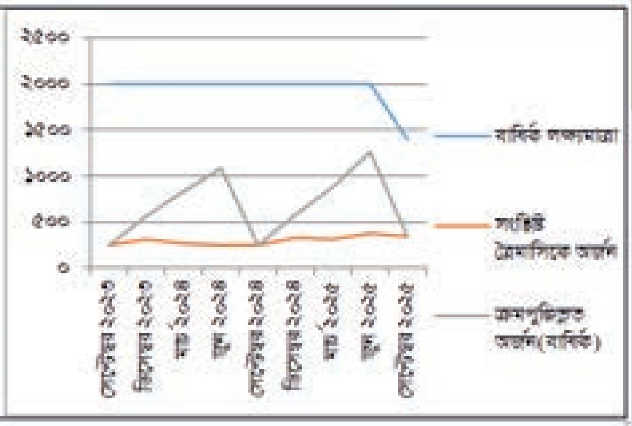

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে রপ্তানি ব্যবসার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৪০০ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাস শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ৩৪৫.৬৮ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৫%।

১১) অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ঃ

(কোটি টাকায়)

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন(বার্ষিক)	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জনের হার
সেপ্টেম্বর ২০২৩	৫০.০০	০.৬৯	০.৬৯	১%
ডিসেম্বর ২০২৩	৫০.০০	০.৭০	১.৩৯	৩%
মার্চ ২০২৪	৫০.০০	০.৪৭	১.৮৬	৪%
জুন ২০২৪	৫০.০০	০.৭৩	২.৫৯	৫%
সেপ্টেম্বর ২০২৪	৫০.০০	০.১৭	০.১৭	০.৩৪%
ডিসেম্বর ২০২৪	৫০.০০	০.৮৪	১.০১	২%
মার্চ ২০২৫	৫০.০০	২.১২	৩.১৩	৬%
জুন ২০২৫	৫০.০০	৩.৫১	৬.৬৪	১৩%
সেপ্টেম্বর ২০২৫	৫০.০০	০.২৯	০.২৯	০.৫৮%

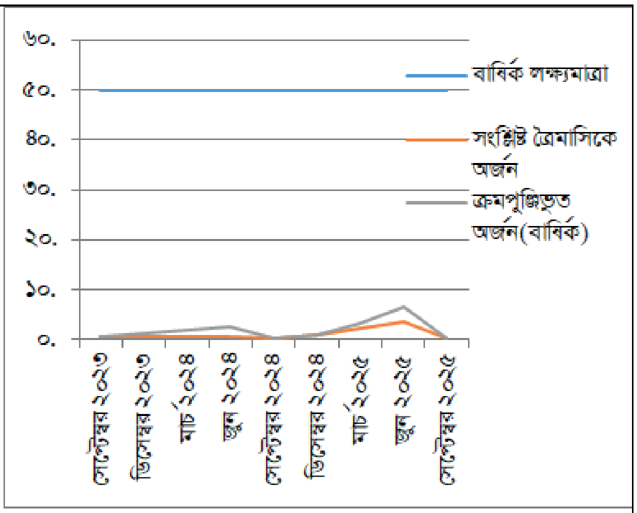

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে অবলোপনকৃত ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাস শেষে পুঞ্জিভুত অর্জন ০.২৯ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ০.৫৮%।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রতিশ্রুত উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ ঃ

১। আমানত সংগ্রহ ঃ সঞ্চয়ী, চলতি, এসএনডি, স্কুল ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন স্কীম হিসাব ও সঞ্চয় প্রকল্প, স্থায়ী আমানত (এফডিআর), এফআইডি এর আওতায় আমানত, কৃষক আমানত ইত্যাদি হিসাবে আমানত গ্রহণ।

২। রেমিট্যান্স/ অর্থ স্থানান্তর ঃ প্রবাসীদের বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণ (ইনওয়ার্ড ফরেন রেমিট্যান্স), আউটওয়ার্ড ফরেন রেমিট্যান্স ইত্যাদি ।

৩। ব্যাংক গ্যারান্টি ঃ চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন মানের ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু ।

৪। লকার সুবিধা ঃ কয়েকটি জেলা শহরে নির্বাচিত বিকেবি শাখায় লকার সুবিধা ।

৫। বৈদেশিক বিনিময় বাণিজ্য ঃ আমদানি ও রপ্তানিকারকদের এলসি ও ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা, এডি শাখার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়, পাসপোর্ট এন্ডোর্সমেন্ট ইত্যাদি।

৬। তথ্য প্রযুক্তি সেবা ঃ ওয়ান স্টপ ব্যাংকিং সার্ভিস, চার্জ ফ্রি অনলাইন ব্যাংকিং, চার্জ ফি RTGS, এটিএম ও পস মেশিন সার্ভিস, এসএমএস ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও অ্যাপভিত্তিক সেবা, অনলাইন সিআইবি, অটোমেটেড আইআরএস, BACH, EFTN, SWIFT ইত্যাদি।

৭। ঋণ কার্যক্রম ঃ বিভিন্ন মেয়াদি কৃষিঋণ (শস্য, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি, দারিদ্র বিমোচন, শস্য গুদাম ও বাজারজাতকরণ, কৃষিঋণের আওতায় চলমান ঋণ)।

অকৃষি ঋণ ঃ এসএমই, চলতি মূলধন, গ্রিন ব্যাংকিংয়ের আওতায় ঋণ, কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প, রপ্তানি ঋণ, নারী উদ্যোক্তা ঋণ, মেয়াদি আমানত ও বিভিন্ন স্কীম হিসাবের বিপরীতে ঋণ ।

৮। ব্যক্তিগত ঋণ ঃ পার্সোনাল লোন সুবিধা ও ক্রেডিট কার্ড ।

৯। সরকারের পক্ষে প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ ই-চালান, পেনশন-ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান, ইউটিলিটি বিল গ্রহণ, প্রাইজবন্ড ও লটারি টিকেট বিক্রয়, ভ্যাট ও উৎসে কর আদায় ইত্যাদি।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

গণমানুষের ব্যাংক

রাষ্ট্র মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ বিশেষায়িত ব্যাংক

গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত

'জুলাই পুনর্জাগরণ' ও 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদযাপন উপলক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সারাদেশে একযোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক স্টাফ কলেজ প্রাঙ্গনে ০৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে শুভ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব নাজমা মোবারেক। এসময় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সঞ্চিয়া বিনতে আলী, পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ড. এম. ছায়েদুর রহমান এবং জনাব মাকছুমা আকতার বানু, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আঃ রহিম এবং জনাব মোহাঃ খালেদুজ্জামান, প্রধান কার্যালয় ও কৃষি ব্যাংক কমপ্লেক্স এর সকল মহাব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সিবিএ) এর নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। একইসঙ্গে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সকল কার্যালয় ও শাখা ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন এর মধ্যে APN (Account Payout Network) সেবার উদ্বোধন ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ব্যাংকের বোর্ডরুমে অনুষ্ঠিত হয়। এসময় ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন এর পক্ষ হতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রতি বিভাগ হতে শীর্ষ শাখাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সঞ্চিয়া বিনতে আলী, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আঃ রহিম ও জনাব মোহাঃ খালেদুজ্জামান, প্রধান কার্যালয়ের সকল মহাব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট উপ-মহাব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তাবৃন্দসহ ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চলতি (২০২৫-২৬) অর্থবছরে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে ৩০ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের খুলনা বিভাগের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ব্যবসায়িক অর্জন বিষয়ক সম্মেলন খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সঞ্চিয়া বিনতে আলী। খুলনা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক (দায়িত্বে) জনাব মোঃ আবু হাশেম মিয়া'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আঃ রহিম এবং জনাব মোহাঃ খালেদুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে খুলনা বিভাগের সকল নির্বাহী ও শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সিবিএ)'এর সহযোগিতায় "জুলাই পুনর্জাগরণ ও তারুণ্যের উৎসব-২০২৫" উদযাপনের অংশ হিসেবে বিশেষ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের অডিটোরিয়ামে ০২ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সঞ্চিয়া বিনতে আলী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আঃ রহিম, জনাব মোহাঃ খালেদুজ্জামান, প্রধান কার্যালয়ের সকল মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সিবিএ) এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।